হিন্দু সংহতি

সংহতি সংবাদ

প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৪ আগষ্ট, ২০০৮ কলকাতা ✳ মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

"হিন্দু সমাজের উপর যে বিপদ ঘনাচ্ছে তা রোধ করার মানসিকতা নির্মাণ করতে হবে"।
—মাননীয় শেষাদ্রিজী

আমাদের কথা

আমাদের মানে হিন্দু সংহতি'র কর্মীদের। হিন্দু সংহতি প্রতিষ্ঠার ঠিক ৬-মাস পরে এই মুখপত্র অথবা সংবাদ বুলেটিন প্রকাশিত হচ্ছে। এই বছর অর্থাৎ ২০০৮ সালে ১৪-ই ফেব্রুয়ারী হিন্দু সংহতি আত্মপ্রকাশ করে কলকাতার ভারত সভা হলে। তার ঠিক ৬-মাস পর ১৪-ই আগষ্ট 'সংহতি সংবাদ'-এর প্রথম প্রকাশ। এই ১৪-ই আগষ্টকে আমরা বেছে নিলাম আরও একটি কারণে। ১৫-ই আগষ্ট যখন দেশ স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করতে চলেছে, তখন আমরা জাতিকে ১৪-ই আগষ্টের কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। এই ১৪-ই আগষ্ট আমাদের মাতৃভূমি ভাগ হয়েছিল, দেশের দুটো অংশ শত্রুরাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। চিরশত্রু পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল। বিগত ৬২ বছরের অভিজ্ঞতায় প্রতিটি ভারতবাসী জানে এই না-পাক্ পাকিস্তান যতদিন পৃথিবীর বুকে বেঁচে থাকবে, ততদিন কেউটে সাপের মত ভারতকে দংশন করে যাবে, যন্ত্রনা দিয়ে যাবে, ভারতবাসীর রক্তক্ষরণ করাবে। তাই এই না-পাক্ পাকিস্তানকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দেওয়া ছাড়া ভারতের সামনে আর কোন উপায় নেই—এটাই রূঢ় সত্য।

"হিন্দু সংহতি" এই ৬-মাসে অনেকটা পথ এগিয়েছে। কিছু কাজ করেছে। হিন্দু চেতনা জাগরণের, হিন্দু প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলার কিছু সফল কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ তো সবে শুরু। অনেক পথ চলা এখনো বাকী। ভারতবর্ষে সংবিধানগতভাবে হিন্দুরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। তাদের ধর্মীয় অধিকার পদে পদে ব্যাহত। নিজেদের তীর্থস্থানে যেতে তাদেরকে ট্যাক্স দিতে হয়। নিজের সন্তানদের তারা ধর্মীয় শিক্ষা দিতে পারে না। অথচ অন্য ধর্মের তীর্থযাত্রার জন্য এবং অন্য ধর্মের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য হিন্দুদেরকে টাকা দিতে হয়। কারণ ভারতে হিন্দুরা পরাধীন। সারা ভারতে তো হিন্দুরা পরাধীন, আর পশ্চিমবঙ্গে ও আসামে হিন্দুরা বিপন্ন। তাদের অস্তিত্ব সংকটে। তারা আর একবার দেশ বিভাগের সম্মুখীন। তারা আর একবার রিফিউজী হওয়ার সম্মুখীন।

এই সংকটকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে মুসলিম তোষণকারী রাজনৈতিক দলগুলো এবং সেকুলার বুদ্ধিজীবিরা। এই গভীর বিপদ থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের হিন্দুকে কে বাঁচাবে? কে এই চ্যালেঞ্জ নেবে? কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তাই জন্ম হিন্দু সংহতির। মা ও মাটিকে বির্ধমী লোলুপতা ও আগ্রাসনের হাত থেকে রক্ষা করার সংকল্প বাংলার হিন্দু যুবকদের বুকে গেঁথে দিতে হবে। তাদেরকে সংগঠিত করতে হবে। ঘরে বসে থেকে চোখের জল ফেলাও নয়, আঁতলেমি কপচানোও নয়। সাহস, শক্তি ও সক্রিয়তা দিয়ে 'বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত'—এ কথাকে প্রমাণ করতে হবে। এটাই চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করতে হিন্দু সংহতির জন্ম। আর তাকে ভাষা দিতে এই 'সংহতি সংবাদ'- এর আত্মপ্রকাশ।

১ আগষ্ট কলকাতায় কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত হিন্দু সংহতির মৌন মিছিল

প্রথম ছয়মাসে হিন্দু সংহতির বিভিন্ন কর্মসূচী

১৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮, --- স্থান কলকাতা, ভারত সভা হল, উপচে পড়া সভাতেই হিন্দু সংহতির আত্মপ্রকাশ। সর্বভারতীয় সন্ত সমাজ, বিশিষ্ট হিন্দু নেতৃত্ব ও সমাজ সংগঠকদের আশীর্বাদ মাথায় করে হিন্দু সংহতির পথ চলা শুরু। হিন্দু স্বাভিমানের বজ্র নির্ঘোষ বাজিয়ে হিন্দু যুব সমাজের অঙ্গীকার সাহস- শক্তি- সক্রিয়তা, এই হল হিন্দু সংহতির মূল বার্তা।

উপস্থিত ছিলেন, স্বামী অসীমানন্দজী, শবরীধাম ডাংস, গুজরাট; সন্ত রাজীব ভগবন্; স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী মহারাজ, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, বেলডাঙ্গা; স্বামী পুণ্যলোকানন্দজী মহারাজ, রামকৃষ্ণ আশ্রম গোড়েরহাট; বীর সাভারকারের ভ্রাতুস্পুত্রী শ্রীমতী হিমানী সাভারকার। ব্যাঙ্গালুরুর শ্রীরাম সেনা প্রমুখ প্রমোদ মুতালিক; গুজরাটের বিবেকানন্দ সংস্কার কেন্দ্রের শ্রী ভরত ভাই; দিল্লীর অনিল লাম্বা; শৈলেন্দ্র জৈন; উত্তর পূর্বাঞ্চল প্রতিনিধি মিঠুন নাথ; বিহার-ঝাড়খণ্ড প্রতিনিধি বিনয় কুমার সিং প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বক্তাগণ পূর্বভারতের হিন্দুত্বের সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে নানা আলোচনা করে হিন্দু সংহতির বলিষ্ঠ-পদক্ষেপের জন্য আশা প্রকাশ করেন। হিন্দু সংহতির সর্বভারতীয় সংযোজক শ্রী তপন ঘোষ পূর্ব ও উত্তর পূর্ব ভারতের হিন্দুত্বের সংকটকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে বাংলায় হিন্দু যুব সমাজকে উঠে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। সভার প্রারম্ভে হিন্দু সংহতির উদ্বোধনী কার্যক্রমে না আসতে পারার জন্য যাঁরা শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন, তাঁদের প্রেরিত বার্তা পাঠ করা হয়। এঁদের মধ্যে শ্রী গোবিন্দাচার্য্য, বালকৃষ্ণ নাইকের নাম উল্লেখযোগ্য। কার্যক্রমে বাংলার বহু বিশিষ্ট হিন্দু চিন্তাবিদ ও সংগঠক উপস্থিত ছিলেন। শ্রী কেশবরাও দীক্ষিত, ডঃ রাধ্যেশাম ব্রহ্মচারী, বিজয় সরাফ, অমিতাভ ঘোষ, অজয় নন্দী, শান্তনু সিংহ প্রমুখের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য।

১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ — কানমারী, বসিরহাট মহকুমা, উত্তর ২৪ পরগণাঃ হিমানী সাভারকার ও তপন ঘোষের নেতৃত্বে এক হিন্দু প্রতিনিধি দল কানমারী এলাকার হিন্দু যুবকদের আহ্বানে একটি জনসভায় যোগদান করেন। হিন্দু যুবকগণ এলাকায় হিন্দুত্বের সংগঠন বৃদ্ধির জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।

১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ --- নীলগঞ্জ বারাসাত উঃ ২৪ পরগণা। নীলগঞ্জ মোড়ে এক হিন্দু জনসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী অসীমানন্দজী, হিমানী সাভারকার, ভরত ভাই, তপন ঘোষ প্রমুখ। মতুয়া সম্প্রদায়ের বহু মানুষের অংশগ্রহণে সভাটি সার্থক হয়ে ওঠে। দল-মত নির্বিশেষে হিন্দু জনগণ নব উদ্যমে হিন্দু সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেন।

১ - ৬ এপ্রিল ২০০৮ — ঠাকুরনগর, উত্তর ২৪ পরগণা। বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর সাম্প্রতিক অত্যাচারের চিত্র প্রদর্শনী "অশ্রু"। অখণ্ড ভারতরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তান, অধুনা মৌলবাদী রাষ্ট্র - ইসলামী বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের নানা কাহিনীর প্রায় ৫০টি আলোক চিত্রের প্রদর্শনী করা হয় ঠাকুরনগর মতুয়া মহামেলায়। প্রায়

শেষাংশ পৃষ্ঠা - ২

শুধু পৈতে বাঁচানোর চেষ্টা আর নয়

অমল কুমার বসু

১৪ ই ফ্রেব্রুয়ারী কলকাতার ভারত সভা হলে প্রতিষ্ঠার পর প্রায় ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। বিভিন্ন জেলায় হিন্দু সংহতির সাংগঠনিক বৈঠক, প্রকাশ্য কর্মসূচী এবং সবশেষে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কলেজস্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মৌন মিছিল ও রাজ্যপালের কাছে দাবীপত্র পেশ— এ সবের মাধ্যমে আমাদের কর্মী ও জনসাধারণের মধ্যে, প্রভূত উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। এই উৎসাহকে বজায় রেখে আমাদের কাজকে আরও তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

সেটা না হলে কি হতে পারে সে কথা R.S.S -এর প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তারজীর কথাতেই বলি— "কাজ বাড়াও, অন্যথায় বিশাল কার্যালয় তৈরী করবে আর তার মধ্যে ইংরেজ আরাম করে নিজেদের কাছারি খুলে বসবে"। ডাক্তারজী আরও বলতেন "রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে নিজের ধুতি ছিনতাই হবার পর পৈতেটাও না ছিনতাই হয়ে যায়, সে কথা চিন্তা করছ কেন? যে পরিস্থিতি উৎপন্ন হবে তার মোকাবিলা করতে করতে তার মধ্য থেকেই পথ খুঁজে নিতে হবে"। (ডাক্তার হেডগেওয়ার-নারায়ণ হরি পালকর; পৃষ্ঠা-৩৩৫)।

সারা ভারতে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ অবাধ গতিতে এগিয়ে চলেছে গত বিশ বছর ধরে। সাম্প্রতিক ব্যাঙ্গালোর ও গুজরাটের বিস্ফোরণে শত শত নিরীহ নিরপরাধ নাগরিকের অসহায় মৃত্যুবরণ দেখেও রাজনৈতিক দলগুলি চোখে কাপড় বেঁধে রয়েছে। আর হিন্দুরা ব্যক্তিগত বা সংগঠনগত ভাবে ধুতি হারিয়ে বেআব্রু হয়েও ডাক্তারজীর ভাষায় পৈতে বাঁচাতে ব্যস্ত। কলকাতায় পড়ার সময় ডাক্তারজীর আলাপ ছিল অনুশীলন সমিতির অগ্রগণ্য বিপ্লবী শ্রী-পুলিন বিহারী দাশের সাথে। ২৫/২৬ বছর পর ১৯৪০ এর প্রথম দিকে নাগপুরে পুলিন বিহারী গিয়েছিলেন ডাক্তারজীর সাথে দেখা করতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার পর আসার সময় শ্রী-দাশ ডাক্তারজীকে বলে গেলেন "নির্বাচিত সহকর্মীদের বিপ্লবের জন্য তৈরী রাখুন।

শেষাংশ পৃষ্ঠা - ২

প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ

২৫ হাজার দর্শক এই প্রদর্শনী দেখে বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর আক্রমণের ভয়াবহতা উপলব্ধি করেন। দিল্লীর FACT (Foundation Against Continuing Terrorism) এবং হিন্দু সংহতির যৌথ উদ্যোগে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধনী কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন শ্রী কেশবরাও দীক্ষিত, তথাগত রায়, তপন ঘোষ, বীরু চৌধুরী প্রমুখ। ৬ দিন ব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন স্বামী পুণ্যলোকানন্দজী, সুনীল কুমার মুন্সী, জগদীশ সরকার, উপানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ। এই প্রদর্শনীর সংবাদ ইন্টারনেটে দেখে হায়দ্রাবাদের বিশিষ্ট সফট্ওয়ার ইঞ্জিনিয়ার পি. সুরেশ বাবু এই প্রদর্শনী প্রত্যক্ষ করার জন্য ঠাকুরনগর ছুটে আসেন। এই প্রদর্শনী দেখতে আসেন মতুয়া মহাসংঘের প্রমুখ শ্রী কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর। হিন্দু সংহতির কর্মকর্তারা গিয়ে পূজনীয়া 'বড় মা' শ্রীমতী বীনাপানি দেবীর আশীর্বাদ নিয়ে আসেন।

১০ এপ্রিল ২০০৮ — মৌলালী যুব কেন্দ্র, কলকাতায় বিক্ষোভ প্রদর্শন ও পথ সভা। একটি তথাকথিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ঢাকা উৎসবের নামে কলকাতায় বাংলাদেশী দালাল চক্রকে মজবুত করার প্রচেষ্টার প্রতিবাদে পথে নামে হিন্দু সংহতি। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার নিপীড়নের কথা না বলে হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রীর মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ করে বাংলাদেশে হিন্দু অত্যাচারের চিত্রগুলিকে ধরে দাঁড়িয়ে থেকে, তসলিমাকে ভারতে ফেরানোর দাবী, বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর অত্যাচার ও বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দাবীতে সোচ্চার, ক্যাম্ব ও সংযুক্ত উদ্বাস্তু পরিষদের সভ্যরা। কয়েক হাজার লিফলেট বিতরিত হয়। বক্তব্য রাখেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট ফোরামের গোপাল সাহা, কাম্বের পক্ষে চয়ন রায়, রত্নেশ্বর সরকার, রবীন্দ্রনাথ দত্ত ও অন্যান্য বক্তাগণ।

১৩ - ১৫ এপ্রিল' ২০০৮ — ডায়মণ্ড হারবার বইমেলায় বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু-বৌদ্ধ খ্রীষ্টানদের উপর মৌলবাদী মুসলমানদের অত্যাচারের প্রদর্শনী ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তুহিনা প্রকাশনীর ব্যানারে বুকস্টলে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত লেখক সালাম আজাদের সাহিত্য বিক্রয় নিয়ে পুলিশের তৎপরতা ছিল তুঙ্গে। বারংবার কলকাতা থেকে গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ তুহিনার স্টলে সালাম আজাদের 'রক্তের অক্ষর', 'ভাঙ্গা মঠ', ও শিবপ্রসাদ রায়ের বইয়ের খোঁজ করে প্রচ্ছন্ন ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করে। কলকাতা থেকে শ্রী তপন ঘোষ বিষয়টি গোয়েন্দা বিভাগকে জানিয়ে ডায়মণ্ড হারবার বইমেলায় সালাম আজাদ ও তসলিমা নাসরিনের বই বিক্রীর খবরের সত্যতা জানান। পরে গোয়েন্দা বিভাগ হিন্দু সংহতির কার্যালয় থেকে দাম দিয়ে সালাম আজাদের প্রয়োজনীয় বই সংগ্রহ করে নিয়ে যায়।

১৪ এপ্রিল ২০০৮ --- রামনবমী উদ্‌যাপন আমতার (হাওড়া) জয়পুরে।

হিন্দু সংহতির মৌন মিছিল কলকাতার রাজপথে

আমতার জয়পুরে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে রামনবমী উদ্‌যাপিত হয়। বর্ষবরণ ও রামনবমী উপলক্ষে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পূজার্চ্চনা, হোম-যজ্ঞ সহভোজ ও সভার মাধ্যমে কার্যক্রমটি সুসম্পন্ন হয়। উপস্থিত ছিলেন তপন ঘোষ ও অমল বসু। এই উপলক্ষে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রদর্শনী সকলের মনে গভীর রেখাপাত করে।১৪১৫ বর্ষবরণ ও শ্রী রামনবমী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ডায়মণ্ড হারবারে বিশাল নগর পরিক্রমা শহরের ব্যাপক উদ্দীপনার সঞ্চার করে। সম্মিলিত যুববৃন্দের প্রয়াসে এই নগর পরিক্রমায় দলমত নির্বিশেষে হিন্দু সংগঠনগুলি তথা বিভিন্ন মেলা কমিটির পক্ষ থেকে এই শোভাযাত্রাকে স্বাগত জানানো হয়। স্থানীয় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আশ্রমে এই শোভাযাত্রাকে বিশেষ স্বাগত জানানো হয়। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী অমলানন্দের আশীর্বাণী দিয়ে এই কার্যক্রম সমাপ্ত হয় আশ্রম প্রাঙ্গনে।

২০ এপ্রিল ২০০৮ — ঠাকুরনগর (উঃ ২৪ পরগণা) বাগানপাড়াতে সমাবেশ। স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের আহ্বানে কর্মী সম্মেলন ও হিন্দু সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন শ্রী তপন ঘোষ ও জগদীশ সরকার। যুবকদের সক্রিয় তৎপরতা ছিল উৎসাহব্যাঞ্জক।

২৭ এপ্রিল ২০০৮ — বনগাঁ (উঃ ২৪ পরগণা) স্টেশন বাজারে পথসভা। অনুপ্রবেশ, উত্তর ২৪ পরগণা জুড়ে মুসলমান জেহাদীদের তৎপরতা ও হিন্দু-ধর্মাচরণের উপর নানা দমন পীড়নের প্রতিবাদে পথসভায় পথচলতি মানুষদের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলা পথ সভায় তপন ঘোষ সহ জগদীশ সরকার, কিশোর বিশ্বাস, প্রকাশ দাস প্রমুখ ভাষণ দেন।

৪ মে ২০০৮ --- রাজারহাট, গৌরাঙ্গনগরে (কলকাতায়) হিন্দু সম্মেলন: কেষ্টপুর, জগৎপুর, রাজারহাট এলাকার হিন্দু যুবকদের উদ্যোগে একটি হিন্দু সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ব্যাপক প্রচার ও সাইকেল র‍্যালীর মাধ্যমে এলাকায় সাড়া পড়ে যায়। নবগঠিত একটি হিন্দু সংগঠনে ব্যাপক সংখ্যায় হিন্দু যুবকদের অংশগ্রহণে জনগণ নতুন করে আশা ভরসা জ্ঞাপন করেন। জগৎপুর বাজার জুড়ে মাইকের ব্যবস্থায় এলাকা জুড়ে হিন্দু সংগঠনের ধ্বনি গমগম করতে থাকে। সভায় বক্তব্য রাখেন উপানন্দ ব্রহ্মচারী, স্বামী পুণ্যলোকানন্দ, রাণা প্রতাপ রায় প্রমুখ। এর পর প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির মধ্যে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে হিন্দু সংহতির কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করেন শ্রী তপন ঘোষ। এই কার্যক্রমের সংযোজকরূপে সুযেন হালদার ও সুযেন বিশ্বাস ও স্থানীয় কর্মীদের পরিশ্রম এলাকায় হিন্দু সংহতির সংগঠনের ভিত্তিকে মজবুত করেছে।

১২ জুন ২০০৮ — গঙ্গাসাগরে অসমাপ্ত হিন্দু সংহতি কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির। স্থানীয় সি পি এম ও মুসলমান মৌলবাদীদের যৌথ আক্রমণে ১২-১৪ই জুন' ০৮ তারিখে নির্দিষ্ট কর্মী প্রশিক্ষণ শিবির মুলতুবী হয়ে যায়। হিন্দু সংহতির বীর যুবকেরা সাহসের সঙ্গে ৬ ঘন্টার বেশী সময় ধরে স্থানীয় উন্মাদী সশস্ত্র মুসলিম জনতার মোকাবিলায় সক্ষম হয়। পুলিশ প্রশাসন ও রাজনৈতিক নোংরা ছকে তপন ঘোষ সহ ১৫ জন সংহতি সদস্যের বিরুদ্ধে অজামিনযোগ্য নানা ধারা প্রয়োগে ডায়মণ্ড হারবার জেলে বন্দী রাখা হয়। তার আগে তপন ঘোষ ও সুন্দর গোপাল দাসকে ৪দিন ধরে কাকদ্বীপ থানায় পুলিশি হেপাজতেও রাখা হয়েছিল। সংহতি কর্মকর্তাদের বিশেষ প্রয়াসে, আইনজীবি শান্তনু সিংহ, নীলরতন দাস ও তপন বিশ্বাসের সক্রিয়তায় মাত্র ১৪ দিনের মধ্যেই সকলকেই জেল থেকে মুক্ত করা হয় সম্ভব হয়। পুলিশ ও মুসলমানদের যৌথ মহড়ায় গঙ্গাসাগরের মত তীর্থক্ষেত্রে তীর্থযাত্রীদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে এদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ সভা ও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে ডেপুটেশন দেন হিন্দু সংহতিসহ বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনের সদস্যবর্গ।

১৬ জুন ২০০৮ — আলিপুর ডি. এম. অফিসের সামনে হিন্দু সংহতি, হিন্দু তীর্থস্থান সুরক্ষা মঞ্চ ও ইন্ডিয়ান ন্যাশালিস্ট ফোরামের বিক্ষোভ সভা, আই জি দক্ষিণবঙ্গের নিকট ডেপুটেশন। গঙ্গাসাগরে তীর্থ-যাত্রীদের উপর নির্লজ্জ আক্রমণ ও তপন ঘোষ ও অন্যান্য বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন নানা স্তরের হিন্দুত্বনিষ্ঠ কর্মী সাধারণ ও নেতৃবৃন্দ। আলিপুরে এই বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন আইনজীবি গোপাল সাহা, যুবনেতা গৌতম পাল, সুযেন বিশ্বাস ও উপানন্দ ব্রহ্মচারী। পরে আই জি দক্ষিণ বঙ্গের সমীপে এক ডেপুটেশনে দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে মুসলমান মৌলবাদীদের দ্বারা হিন্দুদের উপর নানা অত্যাচার, অনুপ্রবেশ ও তীর্থযাত্রীদের উপর নিন্দনীয় আক্রমণের প্রতিবাদ করা হয়। তপন ঘোষ সহ অন্যান্য বন্দীদের অবিলম্বে মুক্তি দাবী করা হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন শ্রী গোপাল সাহা ও উপানন্দ ব্রহ্মচারী। এই কার্যক্রমের শেষে ধর্মতলায় অনুষ্ঠিত এক বিশাল প্রতিবাদ সভায় হিন্দু সংহতির সদস্যরা মিছিল সহকারে যোগদান করেন।

২৪ জুন-২০০৮ --- আটেশ্বরতলা ও গিলার ছাটে (দঃ ২৪ পরগণা) পথসভা। যুবনেতা গৌতম পালের উপস্থিতিতে দুই জায়গায় পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সফল এই দুটি পথসভায় নতুন নতুন হিন্দু যুবকদের অংশগ্রহণ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। এলাকাগুলিতে হিন্দু সংহতির কমিটিও গঠিত হয়েছে।

৯ জুলাই ২০০৮ — বারাসাত (উঃ ২৪ পরগনা) জেলাশাসক সমীপে গণ ডেপুটেশন। উত্তর ২৪ পরগণা জুড়ে বিশেষত বসিরহাট ও বারাসাত মহকুমা জুড়ে ব্যাপক হিন্দুবিরোধী ও ভারত বিরোধী কার্যকলাপ ও মুসলমান অনুপ্রবেশ ইত্যাদির প্রতিবাদে বেলা ১ টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত এক জমায়েত ও পরে জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে অনুপ্রবেশ, চোরাচালান, মাদক ব্যবসা, গো-পাচার, আই এস আই-ডি. জি এফ আই-এর চক্রান্তে বিভিন্ন এন জি ও-র আড়ালে ভারত বিরোধী কার্যকলাপের বিষয়ে ১ ঘন্টা ব্যাপী ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এই ডেপুটেশনে হিন্দু সংহতির প্রতিনিধি দলে ছিলেন চিত্তরঞ্জন দে, উপানন্দ ব্রহ্মচারী, প্রকাশ দাস, শেফালী বাইন, সুযেন হালদার ও প্রমুখ হিন্দু নেতৃবৃন্দ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও হিন্দু যুবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, বাগদা, বসিরহাট, বঁনগা প্রভৃতি প্রত্যন্ত এলাকার যুবকদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য।

২০ জুলাই ২০০৮ — আমতার 'শুভম' হলে কর্মী সমাবেশ। উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে কর্মী সমাবেশে সাধু সমাজের অংশগ্রহণ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। কলকাতার ভোলা গিরি আশ্রমের গোপাল গিরি মহারাজ; পাঁচলা যোগমায়া আশ্রমের স্বামী দূর্বাচৈতন্য মহারাজ ও মালদা কালিয়াচকের বলভদ্র মহারাজের সান্নিধ্যে কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন তপন ঘোষ ও উপানন্দ ব্রহ্মচারী। অনুষ্ঠান শেষে প্রশ্নোত্তর কার্যক্রমে শ্রোতাদের অংশগ্রহণ নানা সাংগঠনিক দিক নির্দেশে সহায়ক হয়।

২৭ জুলাই ২০০৮ — উত্তর ২৪ পরগণায় কানমারীতে এক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

১ আগষ্ট ২০০৮ --- ব্যাঙ্গালোর ও আমেদাবাদের ইসলামিক সন্ত্রাসবাদী বিস্ফোরণের প্রতিবাদে কলকাতায় বিশাল মৌন মিছিল, ধিক্কার সভা ও রাজ্যপালের

শেষাংশ পৃষ্ঠা - ৩

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শেষাংশ

নিকট ডেপুটেশন। প্রবল বর্ষণের বাধা উপেক্ষা করে কলেজ স্কোয়ার থেকে রাণী রাসমণি রোড পর্যন্ত এই মৌন মিছিলে পা মেলান প্রায় আড়াই হাজার প্রতিবাদী মানুষ মুখে কালো কাপড় বেঁধে। ভারত বিরোধী চক্রান্তের নিন্দা, সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় সরকারী ব্যর্থতা ও সংসদ আক্রমণকারী মহম্মদ আফজল গুরুর ফাঁসীর দাবী সম্বলিত নানা পোষ্টার-ব্যানার নিয়ে এই প্রভাবী মিছিল ব্যাপক সাড়া ফেলে। রাসমণি রোডের ধিক্কার সভায় বক্তব্য রাখেন তপন ঘোষ, প্রকাশ দাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। পরে রাজভবনে এক প্রতিনিধি দল রাজ্যপালের কাছে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় এক স্মারকলিপি প্রদান করেন। প্রতিবাদ সভায় মায়েদের বোনেদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মত।

৩ আগষ্ট ২০০৮— দঃ ২৪ পরগনায় কর্মী-সমাবেশ। এলাকায় ব্যাপক পরিমাণে হিন্দু যুবতীদের মুসলমান যুবকদের দ্বারা ফুসলিয়ে অপহরণ ও নানা হিন্দু বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিকার কল্পে হিন্দু যুবগোষ্ঠীর দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা সভায় স্থানীয় হিন্দু যুবকরা অংশ নেন। বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতে পাঠরতা ছাত্রীদের মধ্যে যারা মুসলমান যুবকদের প্রলোভনের শিকার তাদের মুক্ত করার জন্য সক্রিয় কয়েকজন শিক্ষিকাও হিন্দু সংহতির কর্মকান্ডে যুক্ত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তপন ঘোষ ও সুন্দর গোপাল দাস কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন। এক প্রীতিপূর্ণ সহভোজের কার্যক্রমে সকলে অংশগ্রহণ করেন।

১১ আগষ্ট, ২০০৮— বঁনগা টাউন হল কর্মী সম্মেলন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও উৎসাহপূর্ণ পরিবেশে বঁনগাতে স্থানীয় সমিতি গঠন ও কর্মী সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী, সুভাষ মহারাজ, চিত্তরঞ্জন দে, সুজিত মাইতি, উপানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ।

এছাড়া এই ছয় মাসে বিভিন্ন জায়গাতে কর্মী সম্মেলন ও বিভিন্ন কমিটি গঠনের মাধ্যমে হিন্দু সংহতির সাংগঠনিক ভিতকে সুদৃঢ় করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার যুববৃন্দের ভূমিকা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

প্রথম পৃষ্ঠার শেষাংশ

শুধু পৈতে বাঁচানোর

একবার আপনি তাদের মাঝে বিপ্লবের রণশিঙা বাজিয়ে দিলে অসংখ্য অনুগামী স্বয়ং এসে তাতে যোগ দেবে"। ১৯৪০ সালেই তিনি দেহত্যাগ করায় সে কাজ অসমাপ্ত থাকে। কিন্তু তারপর ৬৮ বছর পেরিয়ে গেছে। এখনও সে কাজ অসমাপ্ত।

বর্তমান পরিস্থিতির প্রয়োজনে ডাক্তারজীর কথা মত মোকাবিলা করার পথ না খুঁজে পৈতে বাঁচানোর কি করুণ দৃশ্য আজ আমাদের হিন্দুদের দেখতে হচ্ছে। তাই পিছন ফিরে পলায়নপর হয়ে পৈতে বাঁচানোর চেষ্টা না করে সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠা। ডাক্তারজী-গুরুজীর আদর্শকে সামনে রেখে দেশের অখন্ডতার জন্য সর্বস্ব বলিদান দেওয়ার সংকল্প নিয়েই হিন্দু সংহতির পথ চলা শুরু হয়েছে।

ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতির ব্লগ উদ্‌ঘাটন

১৪ ই ফ্রেব্রুয়ারী ২০০৮ কলকাতায় হিন্দু সংহতির শুভসূচনার পর মাত্র দুদিনের মধ্যেই ইন্টারনেটে হিন্দু সংহতির খবরাখবর আদান প্রদানের জন্য একটি Blog এর সূচনা হয় ১৬-০২-০৮ তারিখে। হিন্দু সমাজের উপর নানা আক্রমণ, প্রতিকার ও সংগঠনের নানা সংবাদে সমৃদ্ধ এই Blog (http://hindusamhati. blogspot.com) নিয়ে সংশিষ্ট মহলে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৫৩ টি দেশের ২৩০০ জনের বেশী দর্শক এই Blog দেখেছেন ও আগ্রহী অনেকে তাদের মূল্যবান মতামত প্রকাশ করেছেন।

সাহিত্য প্রকাশন

বলিষ্ঠ বাঙালী হিন্দু লেখক প্রয়াত শিবপ্রসাদ রায়ের অবিস্মরণীয় হিন্দু সাহিত্য ও প্রচার পুস্তিকার সম্ভারকে নবরূপে প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তুহিনা প্রকাশনের সহযোগিতায় শ্রী তপন ঘোষ প্রকাশকরূপে শিবপ্রসাদ রায়ের সমস্ত সাহিত্য প্রকাশের মাধ্যমে হিন্দু জনগণের নিকট বলিষ্ঠ হিন্দু সাহিত্যরাজিকে তুলে ধরার প্রচেষ্টায় রত আছেন। শিবপ্রসাদ রায়ের সমস্ত বই আবার পাওয়া যাচ্ছে।

বন্দীদের সকাশে

গঙ্গাসাগর বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সারা ভারতের বিশিষ্ট হিন্দু নেতৃবৃন্দ ডায়মণ্ড হারবার জেলে হিন্দু সংহতির সংযোজক তপন ঘোষের সঙ্গে দেখা করে যান। দিল্লী, ইন্দোর, পাটনা, কলকাতা প্রভৃতি শহরের হিন্দু নেতৃত্ব ডায়মণ্ড হারবার জেলে এসে হিন্দু সংহতির কার্যকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে হিন্দু সংহতির কার্যক্রমকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে উপস্থাপনের আকাঙ্খা প্রকাশ করেন। কয়েকটি প্রতিনিধি দলও গঙ্গাসাগরের পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে যান।

হিন্দু যুবতী অপহরণের ঘটনায় সদাজাগ্রত সংহতি কর্মী

সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে হিন্দু মেয়েদের অপহরণের ঘটনা বেড়েই চলেছে। আমাদের কাছে যে সকল সংবাদ আসে, তাকে নমুনা হিসাবে ধরে একথা বলা যায় যে সারা পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিন কমপক্ষে ৫০ জন হিন্দু যুবতী অপহরণ হচ্ছে। হিন্দু সংহতির কর্মী সদস্যরা এ বিষয়ে সর্বদা সজাগ। যখনই এরকম ঘটনার খবর সংহতি কর্মীদের কাছে আসে, তারা প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। তৎক্ষণাৎ প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঐ সকল অপহৃতা হিন্দু মেয়েদের উদ্ধার করার চেষ্টা করা হয়। এ পর্যন্ত সংহতি কর্মীদের প্রচেষ্টায় কয়েকজন অপহৃতা হিন্দু মেয়েকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

গঙ্গাসাগরে অসমাপ্ত প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্‌ঘাটন কার্যক্রমঃ ১২ জুন ২০০৮

জেহাদী সন্ত্রাসবাদী হামলায়

আর কত রক্ত ঝরাবে ভারতবাসী?

আর কত? আর কত রক্ত ঝরাবে ভারতবাসী? আর কত রক্ত ঝরানোর পর আমাদের শাসকগোষ্ঠী ভারতবাসীর প্রাণরক্ষার দায়িত্ব নেবে? এই শাসকগোষ্ঠীর কাছে ভারতবাসীর জীবনের কি কোন মূল্য নেই? পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মূল্য এই হাজার হাজার ভারতবাসীর জীবনের মূল্যের চেয়েও বেশী? তারা আমাদের দেশে পাঠাবে জেহাদী সন্ত্রাসবাদী, আত্মঘাতী, আর.ডি.এক্স। আর আমরা তাদের দেশে পাঠাব চাল, ডাল, গম, তেল, নুন, চিনি, যাতে তারা খেয়েদেয়ে মজবুত হয়ে আমাদের দেশে আরও বেশি করে নাশকতামূলক কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে পারে! আরও বেশি করে ভারতবাসীর প্রাণ নিতে পারে! তবু আমাদের এই মৈত্রীর প্রহসন চালিয়ে যেতে হবে?

১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর পর আমেরিকার মাটিতে এই দীর্ঘ সাত বছরে আর একটিও বিস্ফোরণ হয়নি। একবার ৩৫০০ নাগরিকের মৃত্যুর পর আমেরিকার সরকার তাদের নাগরিকের জীবনরক্ষার দায়িত্ব পালন করেছে। আর আমাদের দেশে জঙ্গী আক্রমণে ১ লক্ষ মানুষের প্রাণ যাবার পরও আমাদের সরকার নাগরিকের জীবনরক্ষার পরিবর্তে শুধু বাণী বিতরণে ব্যস্ত।

আমাদের দেশের এই নপুংসক শাসকগোষ্ঠীর কাপুরুষতার বিরুদ্ধে, নাগরিকের জীবনরক্ষার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার বিরুদ্ধে হিন্দু সংহতির (১-৮-২০০৮) মৌন মিছিল।

আমাদের দাবী ঃ—

১। সংসদ হামলাকারী জেহাদী সন্ত্রাসবাদী আফজল গুরুকে অবিলম্বে ফাঁসীতে ঝোলানো।

২। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করা।

৩। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সঙ্গে সমস্ত ট্রেন ও বাস চলাচল বন্ধ করা।

৪। পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সমস্ত জঙ্গী প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিতে সামরিক আক্রমণ করে গুড়িয়ে দেওয়া।

৫। ভারতে পোটা-র থেকেও কঠোর সন্ত্রাসবিরোধী আইন চালু করা।

৬। জেহাদ-এর শিক্ষাদানকারী সমস্ত মাদ্রাসা বন্ধ করা।

৭। সংখ্যালঘু তোষণ বন্ধ করা।

৮। অবৈধ বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের সীমান্তেই গুলি করে মেরে ফেলা।

ক্ষুদিরামের আত্মবলিদানের শতবর্ষ

গ্রেপ্তারের পর ক্ষুদিরাম

ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান— সেই বিপ্লবীদের অগ্রগণ্য ক্ষুদিরামের ফাঁসীর শতবর্ষ এই ২০০৮ সাল। হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে জানাই শ্রদ্ধা। ক্ষুদিরামের ফাঁসীর দড়িতে প্রাণ দেওয়াটাই শুধু নয়, দাসত্ব মোচনে তাঁর হাতের বোমাটাও হোক হিন্দু সংহতির কর্মীদের প্রেরণা।

১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ কলকাতা ভারত সভা হলে হিন্দু সংহতির প্রতিষ্ঠা মঞ্চে উপবিষ্ট (বাঁদিক থেকে) শ্রী প্রমোদ মুতালিক, শ্রীমতী হিমানী সাভারকর, স্বামী অসীমানন্দজী, স্বামী প্রদীপ্তানন্দজী, স্বামী পুণ্যলোকানন্দজী, ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী, তপন ঘোষ।

পশ্চিমবঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যাযুক্ত ব্লক

প্রতি জেলায় যতগুলি ব্লকে মুসলিম জনসংখ্যা ২৫ শতাংশ বা তার অধিক হয়েছে

জেলা	মোট ব্লক	২৫ % +	৪০ % +	৫০ % +
কুচবিহার	১২	৭		
দার্জিলিং	১২			
জলপাইগুড়ি	১৩			
উঃ দিনাজপুর	৯	১	১	৬
দঃ দিনাজপুর	৮	৪	১	
মালদা	১৫	১	৩	৮
মুর্শিদাবাদ	২৬		১	২৫
বীরভূম	১৯	৮	৩	৩
বর্ধমান	৩১	১০	১	
নদীয়া	১৭	৪	২	৪
উঃ ২৪ পরগণা	২২	২	৫	৮
দক্ষিণ ২৪ পরগণা	২৯	১২	৬	৪
হুগলী	১৮	১		
মেদিনীপুর	৫৪	৩		
হাওড়া	১৪	৬	২	
বাঁকুড়া	২২			
পুরুলিয়া	২০			
মোট	৩৪১	৫৯	২৫	৫৮

সূত্রঃ- ভারতের জনগণনা রিপোর্ট; সেন্সাস- ২০০১; ভারত সরকার।

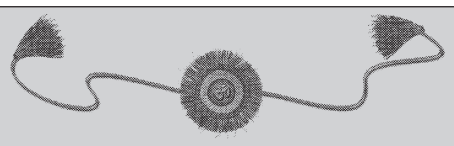

১৬ই আগষ্ট এবার রাখীবন্ধন। ১৬ই আগষ্টই 'দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' কলকাতায় গণহত্যার দিন, ১৯৪৬ সালে। এই ১৬ই আগষ্ট আমরা প্রতিজ্ঞা নিই সেই ১৬ই আগষ্টকে আর ফিরে আসতে দেব না। সেইজন্যই তো চাই হিন্দু ভায়ে ভায়ে মিল। রাখীবন্ধনের পুণ্য প্রভাতে এস ভাই, মিলনের গান গাই।

ভারত মাতার অঙ্গচ্ছেদের বেদনা, সন্ত্রাসবাদী বোমা বিস্ফোরণে স্বজন হারানো আত্মীয়দের অশ্রুজল দেখেও কি আমরা মিলনের রাখী পরতে পারি না?

চিন্তাশীল মানুষের মনের সঙ্গী চিন্তাবিদ
"শিবপ্রসাদ রায়ের"
অসাধারণ রচনাবলীর নতুন সংস্করণ।
অতি সুলভ মূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।
তুহিনা প্রকাশনী
প্রাপ্তিস্থান
১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা - ৭৩
প্রকাশকঃ তপন কুমার ঘোষ
ফোন ঃ ২৩৬০-৪৩০৬, মো ঃ ৯৮৩০৫৩২৮৫৮
সব বুক স্টলকে আকর্ষনীয় হারে কমিশন দেওয়া হয়।

ডায়মন্ড হারবার জেল থেকে কর্মীদের উদ্দেশ্যে আহ্বান

হিন্দু সংহতির যে ১৫ জন কর্মী ডায়মন্ড হারবার জেলে আমার সঙ্গে আছে, জেলের অবর্ণনীয় কষ্ট সত্ত্বেও তারা উৎসাহ নিয়ে আছে। ১২ ই জুন রাত্রের সেই ঘটনায় আমাদের ২০ জন আহত হয়েছিল যাদের মধ্যে আট জনের আঘাত গুরুতর ছিল। এর মধ্যে একজন মহিলাও ছিলেন। সেই রাত্রে সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত্রি ১ টা পর্যন্ত গঙ্গাসাগরে আমাদের শিবির স্থানে যে তান্ডব চলেছিল, স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন সেই তান্ডব দমনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল শুধু তাই নয়, তারাও আহত হয়ে নিজের প্রাণ বাঁচাতে আমাদের শিবিরের ঘরের মধ্যে লুকিয়েছিল। হিন্দু সংহতির সাহসী যুবকেরা সেদিন ঐ রক্তপিপাসু উন্মত্ত মৌলবাদী জনতার মোকাবিলা না করলে শিবিরে অংশগ্রহণকারী ৮ জন মহিলার শ্লীলতাহানি হত এবং তারপর গঙ্গাসাগরে গোধরা হত।

যা হল এবং যা হতে পারত, এই ঘটনাকে অনেকে অনেক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারেন। কিন্তু আমি আমার সহকর্মীদেরকে, যারা আমার সঙ্গে জেলের ভিতরে আছেন অথবা জেলের বাইরে, সবাইকে বোঝাতে চাই যে এটা 'মূল্য'। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরা মাথা নীচু করে থাকে, অপমান সহ্য করে, অত্যাচারিত হয়, ধর্ষিতা ও গণধর্ষিতা হয়, তবু প্রতিকার চাইতে পারে না, ন্যায় বিচার চাইতে পারে না। শেষ পর্যন্ত এলাকা ছাড়া (migrate) হয়। এসবের প্রতিকারের জন্য শুধু অসহায়ভাবে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে। কিন্তু ভগবান ঐ অসহায় ও দুর্বলের প্রার্থনা শোনেন না। তাই অত্যাচার বন্ধ হয় না। হিন্দু ভিটে ছাড়ে। এলাকা হিন্দুশূন্য হয়। দেশ ছোট হয়। এই অবস্থার প্রতিকার শুধু প্রার্থনায় হবে না। এর জন্য মূল্য দিতে হবে। হিন্দু শান্তি চায়। কিন্তু তা চায় মূল্য না দিয়ে। কিন্তু জগতে কোনকিছু বিনামূল্যে পাওয়া যায় না। এই শিক্ষাই হিন্দু সংহতি দিতে চায়। তাই ১২ ই জুন গঙ্গাসাগরে আমরা মূল্য দিয়েছি। কারাবাসও সেই মূল্য। এজন্য বিন্দুমাত্র আপশোষ নেই। আরও অনেক রক্ত, অনেক কারাবাস, এবং অনেক বলিদান আমাদেরকে মূল্য হিসাবে দিতে হবে। মূল্য দেওয়ার জন্য হিন্দু জাতিকে প্রস্তুত করা- এটাই হিন্দু সংহতির লক্ষ্য। এর কোন শর্ট কাট নেই।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধর্মরক্ষার জন্য ধর্মের পক্ষে যারা যুদ্ধ করেছিলেন, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাদের পক্ষে ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাদেরকে কী মূল্য দিতে হয়েছিল কৃষ্ণভক্ত হিন্দুরা যেন একবার ভেবে দেখে। কৃষ্ণের প্রিয়সখা অর্জুনকে পর্যন্ত পুত্রশোক পেতে হয়েছিল। কেন শ্রীকৃষ্ণ অভিমন্যুকে বাঁচিয়ে দিয়ে অর্জুনকে পুত্রশোক থেকে রক্ষা করেননি? কৃষ্ণ তো ইচ্ছা করলে সবই পারতেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে পুত্রশোক থেকে রক্ষা করেননি কারণ তিনিও জগতের এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে চাননি যে, জগতে কোন কিছু পেতে হলে তার জন্য মূল্য দিতে হয়। তাই ধর্ম সংস্থাপনও বিনা মূল্যে হয়নি। শুধু অর্জুন-ভীমকেই পুত্রশোক পেতে হয়নি। কুরুক্ষেত্রের মাটি রুধিরসিক্ত হয়েছে, বাতাস ক্ষত্রিয় রমণীর ক্রন্দনে ভারাক্রান্ত হয়েছে, ধর্ম সংস্থাপনের মূল্য দেওয়ার জন্য। আজ বাংলার হিন্দুকে তার সম্মান, নিরাপত্তা, শান্তি ও মা-বোনের সম্ভ্রম অর্জন করতে হবে মূল্য দিয়ে। তার জন্য বাংলার হিন্দু প্রস্তুত হোক - এই হল গঙ্গাসাগরের অগ্নিবার্তা।

তপন কুমার ঘোষ

২০.০৬.২০০৮ ডায়মন্ড হারবার কারাগার

১ এপ্রিল ঠাকুরনগরে মতুয়া মহামেলায় "অশ্রু" প্রদর্শনী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শ্রী কেশব রাও দীক্ষিত, শ্রী তথাগত রায়, শ্রী আদিত্য রায়, শ্রী রত্নেশ্বর সরকার প্রমুখ বিশিষ্ট অতিথি বৃন্দ

প্রকাশক, মুদ্রক ও সত্ত্বাধিকারী প্রকাশ চন্দ্র দাস কর্তৃক ৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১২ হইতে প্রকাশিত। ফোন ঃ ০৩৩-২২৫৭ ২৬৮৮, ৯৪৩৩৪ ৫৩১০৯, ই-মেল ঃ prokash.das@rediffamil.com
সম্পাদক ঃ চিত্তরঞ্জন দে